দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

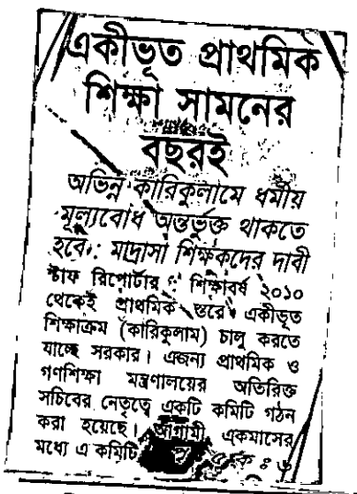

একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা সামনের বছরই

অভিন্ন কারিকুলামে ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে : মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবী

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষাবর্ষ ২০১০ থেকেই প্রাথমিক স্তরে একীভূত শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) চালু করতে যাচ্ছে সরকার। এজন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী একমাসের মধ্যে এ কমিটি [illegible]

একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা সামনের বছরই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। তবে প্রাথমিক স্তরের সীমারেখা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী, নাকি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে সেটি ঠিক করবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি'। গতকাল (রোববার) সকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একীভূত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে এক বৈঠকে এ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় ১১ ধরনের শিক্ষার শিক্ষক প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় জানানো হয়, দেশে বর্তমানে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। সেগুলো হলো- ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুল, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, উচ্চ মাদ্রাসার এবতেদায়ী শিক্ষা শাখা এবং সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শাখা। এই ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সভায় আরও জানানো হয়, ১১ ধরনের শিক্ষার মতো শিক্ষকদের বেতন কাঠামোও ১১ ধরনের। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষকরা পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের বেতন-ভাতা। দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থী এখন এক কোটি ৬৩ লাখ ১২ হাজার ৯০৭ জন। এরমধ্যে ছাত্রী ৮২ লাখ ৭৭ হাজার ৫৫৪ জন এবং ছাত্র ৮০ লাখ ৩৫ হাজার ৩৫৩ জন।

সভাসূত্র জানায়, এই ১১ ধারায় দেশের দেড় কোটির বেশি শিশু যেমন পড়ছে ১১ ধরনের পাঠ্যক্রম, তেমনি আবার এর অনেক ধারায় রয়েছে নিজেদের মধ্যেই নানা বিভাজন। যেমন- একেকটি ইংরেজি মাধ্যম ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল একেক ধরনের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে থাকে। কোন কোন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে অনুসরণ করা হয় ক্যামব্রিজের পাঠ্যসূচি ও টেক্সট বুক। আবার কোন কোনটি অনুসরণ করে অক্সফোর্ডের পাঠ্যসূচি ও টেক্সটবুক। এছাড়া, অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন আবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কারিকুলামের ইংরেজি ভার্সন অনুসরণ করছে। এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভক্তি ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ, ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে 'রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান করবে'। সংবিধানের এ ধারা আদৌ অনুসরণিত হচ্ছে না। গতকালের সভায় উপস্থিত কওমী ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানান, একীভূত শিক্ষাক্রম মেনে নিতে তাদের কোন আপত্তি নেই। তবে সেই শিক্ষাক্রম হতে হবে ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন। পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবিতে নামাজের দৃশ্য, পাঞ্জাবি ও টুপি পরিহিত, পুরুষের ছবি থাকতে হবে। বিজাতীয় কোন সংস্কৃতির প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। বৈঠকে উপস্থিত রাজধানীর মোহাম্মদ উলুম কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আজিজুল হক বলেন, পাঠ্যবইয়ে কোথাও 'গড' লেখা যাবে না। মাদ্রাসা শিক্ষকরা তা পড়াতে পারবেন না। 'গড'-এর স্থলে 'আল্লাহ' শব্দটি থাকতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বৈঠকে বলেন, আমরা একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা চাই। এজন্য এনসিটিবি প্রণীত পাঠ্যবইগুলো সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে হবে। এরপর মাদ্রাসা কিংবা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো প্রয়োজন মনে করলে তাদের ধারার অতিরিক্ত বই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে পারবেন। গতকালের বৈঠকে অন্যান্যের মাঝে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব বদরুল আলম তরফদার ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ অংশ নেন।

এদিকে, দেশে বর্তমানে বিদ্যমান ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কোমলমতি শিশুদের মাঝে মানসিক ও চিন্তাগত বিভাজন এবং শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করছে বলে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। শিক্ষাজীবনের গোড়াপত্তনেই সৃষ্ট এ বৈষম্য পরবর্তীকালে জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টির জন্য দায়ী বলেও তারা মনে করেন। এ বৈষম্য একজন শিশুর সাংবিধানিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত একীভূত কারিকুলামে পাঠদান অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে বলে সরকার মনে করছে। এ জন্য আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই একটি সমন্বিত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা চালুর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে সরকার।